June 02 2006

অসংকোচ প্রকাশের দুরন্ত সাহস
সমকাল

ইসলাম ধর্মে শরিয়া রাষ্ট্রের ধারণা নেই

হাসান মাহমুদ ডিরেক্টর - শরিয়া অ্যান্ড ইসলামিক ল'
মুসলিম কানাডিয়ান কংগ্রেস

অনেকে মনে করেন, আমরা যারা 'ইসলামী রাষ্ট্র' এর দর্শনে বিশ্বাস করি না তারা হয় একটু কম মুসলমান অথবা মুনাফেক অথবা মুরতাদ, অর্থাৎ ধ
যেহেতু সেটা আমাদের দেশেও প্রকট হয়ে উঠেছে, তাই পছন্দ করি বা না করি বিষয়টি খুঁটিয়ে দেখা ছাড়া আমাদের আর উপায় নেই। ব্যাপারটা বাঘ
মতো, পছন্দ না করলেও ঘাড়ে চেপে এটি আমাদের তাড়িয়ে নিয়ে বেড়ায়। চলুন আমরা দেখি শরিয়া রাষ্ট্রের ব্যাপারে ইসলাম কী বলে–

কোরআন

কোরআনে কোথাও আভাসে-ইঙ্গিতেও রাষ্ট্র-সরকারের কথা নেই, কোথাও নেই 'আমি এই রাজনীতির গ্রন্থ নাজিল করেছি, ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ
কোরআন নিজেই সুস্পষ্ট বলছে, সে হলো উপদেশ গ্রন্থ হেদায়েত, 'এটি বিশ্বের জন্য উপদেশ মাত্র'– সূরা আনাম, আয়াত ৯০। 'আমি এই উপদ
করেছি'– সূরা হিজর, আয়াত ৯। এবারে দেখা যাক নবী-রাসূলদের কী দায়িত্ব আল্লাহ দিয়েছিলেন–

সূরা আল আরাফ, আয়াত ৬১ ও ৬২– 'তিনি (হজরত নূহ) বলিলেন, আমি বিশ্ব প্রতিপালকের রাসূল। তোমাদিগকে প্রতিপালকের পয়গাম পৌঁছাই এ
সদুপদেশ দিই।'

সূরা আল আরাফ, আয়াত ৬৭ ও ৬৮– 'তিনি (হজরত হুদ) বলিলেন, হে আমার সম্প্রদায়, আমি বিশ্ব প্রতিপালকের প্রেরিত পয়গম্বর। তোমাদিগকে
এবং আমি তোমাদের হিতাকাঙ্ক্ষী, বিশ্বস্ত।'

সূরা আল আরাফ, আয়াত ৭৯– 'সালেহ তাহাদের নিকট হইতে প্রস্থান করিলেন ও বলিলেন, হে আমার সম্প্রদায়, আমি তোমাদের নিকট স্বীয় প্রতিপ
পৌঁছাইয়াছি এবং তোমাদের মঙ্গল কামনা করিয়াছি।'

সূরা আল আরাফ, আয়াত ৯৩– '(হজরত শোয়েব) বলিলেন, হে আমার সম্প্রদায়, আমি তোমাদের নিকট প্রতিপালকের পয়গাম পৌঁছাইয়াছি এবং
কামনা করিয়াছি। এখন আমি কাফেরদের জন্য কেন দুঃখ করিব?'

হজরত সুলায়মান ও হজরত দাউদ বংশগতভাবে সম্রাট ছিলেন। হজরত ইউসুফ ও মিসরের রাজা ইচ্ছে করে রাজত্ব ছেড়ে দিয়েছিলেন। জুলকারনাইন
বলেন। তিনি দিগ্বিজয়ী যোদ্ধা ছিলেন, কখনো রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেননি। যেহেতু হজরত আদম থেকে শুরু করে লাখো নবী-রাসূল পেরিয়ে আমাদের নব
ধর্ম ছিল ইসলাম, সেহেতু নবীজির দায়িত্বও আগের নবীদের মতো একই হতে হয়, হয়েছেও।

আল আনাম, আয়াত ৪৮– 'আমি সুসংবাদদাতা ও ভীতি প্রদর্শক ব্যতীত (অন্য কোনো কাজে) পয়গম্বর প্রেরণ করি না।'

নাহল, আয়াত ৩৫– 'রাসূলের দায়িত্ব তো শুধু সুস্পষ্ট বাণী পৌঁছাইয়া দেওয়া।'

আল-মায়েদাহ, আয়াত ৯২– 'আমার রাসূলের দায়িত্ব প্রকাশ্য প্রচার ছাড়া কিছু নহে।'

আল-মায়েদাহ, আয়াত ৯৯– 'রাসূলের দায়িত্ব শুধু পৌঁছাইয়া দেওয়া।'

আল গাসিয়াহ, আয়াত ২১ ও ২২– 'আপনি তো কেবল একজন উপদেশদাতা, আপনি তাহাদের শাসক নহেন।'

আল-আহকাফ, আয়াত ৯– 'বলুন... আমি স্পষ্ট সতর্ককারী ব্যতীত আর কিছুই নহি।'

নাহল, আয়াত ৩৫– 'রাসূলের দায়িত্ব তো শুধু সুস্পষ্ট বাণী পৌঁছাইয়া দেওয়া।'

নিসা, আয়াত ১৬৫– 'সুসংবাদদাতা ও ভীতি প্রদর্শনকারী রাসূলদের পাঠিয়েছি।'

রা'দ, আয়াত ৪০– 'আপনার দায়িত্ব তো পৌঁছে দেওয়া, আমার দায়িত্ব হিসাব নেওয়া।'

কাহ্ফ, আয়াত ৫৬– 'আমি রাসূলদের সুসংবাদদাতা ও ভয় প্রদর্শনকারী রূপেই প্রেরণ করি।'

আশ শুরা, আয়াত ৪৮– 'আপনাকে আমি তাদের রক্ষক করে পাঠাইনি। আপনার কর্তব্য কেবল প্রচার করা।'

আনাম, আয়াত ৬৬– 'আপনি বলে দিন, আমি তোমাদের ওপর নিয়োজিত নই।'

বাকারা, আয়াত ২৭২– 'তাহাদের সৎপথে আনার দায় তোমার নয়।'

বাকারা, আয়াত ১১৯– 'নিশ্চয় আমি আপনাকে সত্য ধর্মসহ সুসংবাদদাতা ও ভীতি প্রদর্শনকারী রূপে পাঠিয়েছি।'

আনাম, আয়াত ৫২– 'তাদের হিসাব বিন্দুমাত্র আপনার দায়িত্বে নয়।'

নিসা, আয়াত ৮০– 'আর যে লোক বিমুখ হইল, আমি আপনাকে (হে মুহম্মদ!) তাহাদের জন্য রক্ষণাবেক্ষণকারী নিযুক্ত করি নাই।'

আল আনাম, আয়াত ১০৭– 'আমি আপনাকে তাহাদের সংরক্ষক করি নাই এবং আপনি তাহাদের কার্যনির্বাহী নহেন।'

ইউনূস, আয়াত ১০৮– 'বলিয়া দাও, ... অনন্তর আমি তোমাদের ওপর অধিকারী নহি।'

আল আহযাব, আয়াত ৪৫– 'হে নবী! আমি আপনাকে সাক্ষী, সুসংবাদদাতা এবং সতর্ককারীরূপে প্রেরণ করিয়াছি।'

তওবা, আয়াত ৫১– 'তিনি (আল্লাহ) আমাদের কার্যনির্বাহক।'
হিজর, আয়াত ৮৯– 'বলুন, আমি প্রকাশ্য ভয় প্রদর্শক।'
আরাফ, আয়াত ১৮৪– 'তিনি তো ভীতি প্রদর্শনকারী প্রকৃষ্টভাবে।'
কাহফ, আয়াত ২৯– 'বলুন, সত্য তোমাদের পালনকর্তা হইতে আগত। অতএব, যাহার ইচ্ছা বিশ্বাস স্থাপন করুক এবং যাহার ইচ্ছা অমান্য করুক।'
পয়গম্বর কথাটি এসেছে পয়গাম অর্থাৎ সংবাদ শব্দ থেকে, 'ইসলামী রাষ্ট্র' থেকে নয়। যে কোনো সরকারের কাজই হলো শক্তির সঙ্গে জনগণের ওপ
করা। মনে মানুক বা না মানুক বাইরে মানুষকে তো মানতেই হয়, না মানলে শাস্তি পেতে হয়। অথচ কোরআনের সর্বপ্রধান বাণীগুলোর অন্যতম হলো :
সূরা বাকারা, আয়াত ২৫৬– 'ধর্মে জোর-জবরদস্তি নাই।'
কাজেই ইসলামী রাষ্ট্রের দর্শন সরাসরি কোরআনবিরোধী।

নবীজি

ইসলাম কাহাকে বলে? ১৯৫৩-৫৬ সালে মাওলানা মওদুদীসহ পাকিস্তানের ৭ জন বিখ্যাত মাওলানার পাকিস্তানের মুনির কমিশনের সামনে ৩ বছর ও
ইসলাম কাকে বলে– এ মূল প্রশ্নের জবাব দিতে পারেননি। শেষে মুনির কমিশন রিপোর্ট দিয়েছিলেন– 'এ ৭ জন মাওলানার যে কেউ যদি কোনো
প্রধান হন তবে তিনি অন্য মাওলানাদের সবাইকে মুরতাদ ফতোয়া দিয়ে কল্লা কেটে ফেলবেন।' অথচ ইসলাম কাকে বলে তা নবীজি নিজেই বলে গে
আশ্চর্য, মাওলানা মওদুদীসহ পাকিস্তানের ৭ জন বিখ্যাত মাওলানারা ইসলামের এ সংজ্ঞা জানেননি বা মানেননি। বিখ্যাত 'জিব্রাইলের হাদিস'-এ
হজরত জিব্রাইল নবীজির কাছে আসিলেন এবং বলিলেন, হে নবী! ইসলাম কাহাকে বলে?' তিনি বললেন, 'ইসলাম হইল, তুমি আল্লাহর ইবাদ
কাহাকেও শরিক করিবে না, নামাজ প্রতিষ্ঠা করিবে, জাকাতকে ফরজ হিসেবে পালন করিবে' (সহি বুখারি ও মুসলিম, দ্বিতীয় খ , পৃষ্ঠা ৭৩৩, নোট ১
মাসাবিহ প্রথম খ , পৃষ্ঠা ২৩-২৫, নং ২(১)-এর সূত্রে বিধিবদ্ধ ইসলামী আইন- দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৪৯৮)।

একই কথা আছে আবদুল করিম খান সম্পাদিত হাফেজ আবদুল জলিলের বাংলা অনুবাদেও, পৃষ্ঠা ৩৯, হাদিস নম্বর ১২। লম্বা হাদিস, মাঝখান থেকে তু
'আবদুল্লাহ কায়েস গোত্রের একটি প্রতিনিধি দল আরজ করিল– ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনি আমাদের কয়েকটি স্পষ্ট উপদেশ ও আদেশ-নিষেধ বলিয়া দি
করিয়া আমরা সকলে বেহেশত লাভের উপযুক্ত হইতে পারি। রাসূলুল্লাহ (দঃ) প্রথমত তাহাদের চারটি কর্তব্যের আদেশ করিলেন। ১. কায়মনোবাক্যে
স্বীকারোক্তি করা যে, একমাত্র আল্লাহই মাবুদ, আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোনো মাবুদ নেই এবং মুহম্মদ (দঃ) আল্লাহর রাসূল। ২. নামাজ উত্তমরূপে প
জাকাত দান করা। ৪. রমজান মাসে রোজা রাখা এবং গনিমতের মালের এক-পঞ্চমাংশ দেওয়া। রাসূলুল্লাহ (দঃ) তাহাদিগকে চারটি বস্তু (পাত্র)
নিষেধ করিলেন। রাসূলুল্লাহ (দঃ) তাহাদিগকে ইহাও বলিলেন– 'এই সব আদেশ-নিষেধকে তোমরা ভালোরূপে হৃদয়ঙ্গম করিয়া লইবে এবং দেশে গি
জানাইয়া দিবে।'

অথচ তাঁর কোনো সামাজিক আইন-শাসনকে তিনি কখনোই বলেননি– 'দেশে গিয়া সকলকে ইহা জানাইয়া দিবে।' এভাবেই তিনি এ সত্যকে প্রতিষ্ঠা ক
ইসলামী ধর্মবিশ্বাস এবং কোনো এক সমাজের শাসন ব্যবস্থা– এ দুটি সম্পূর্ণ আলাদা জিনিস। ধর্ম শুধু শাসন ব্যবস্থাকে প্রভাবিত করবে হেদায়েতে
ইসলামী রাষ্ট্র কখনোই তাঁর নবীদের পূর্বশর্ত নয়। তিনি কখনোই অর্ধেক বা এক-চতুর্থাংশ নবী নন, তিনি পরিপূর্ণ নবী। হেরা পর্বতে প্রথম ওহি নাজিলে
তায়েফে ক্ষতবিক্ষত রক্তাক্ত সময়ে একা, মক্কায় অত্যাচারিত হওয়ার ১৩ বছর, মদিনায় মুসলিম সমাজ চালানোর সময়, মুসলিম খেলাফত ভেঙে যাও
চিরকাল। ধর্মকে রাজনীতি-ক্ষমতার লড়াইয়ে টেনে আনলে তাঁকে শুধু ছোটই করা হয়, অপমান করা হয়। এটা বুঝেই বহু ইসলামী দার্শনিক আর বি
বারবার বিশ্ব মুসলিমকে সাবধান করেছেন রাজনৈতিক ইসলাম বা ইসলামী রাষ্ট্রের আপাত আকর্ষণীয় আত্মঘাতী ফাঁদে না পড়তে। সহি বুখারি, ম
নাসায়ী, তিরমিজি, আবু দাউদ, ইবনে মাজা, আল কাফি আর কুদসি মিলে প্রায় লাখখানেক হাদিসের দলিলগুলোতে নবীজির হাজার হাজার নির্দেশ আ
অনাগত বিশ্ব মুসলিমের প্রতি। কিন্তু ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার কথা একবারও নেই। ওটা যদি ইসলামের ধর্মবিশ্বাসের অঙ্গ হতো তাহলে এত বড় একট
অবশ্যই অনেক তাগাদা দিতেন যেমন অন্যান্য ব্যাপারে দিয়েছেন।

যে কোনো নেতা যাওয়ার সময় অনুসারীদের তার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশ দিয়ে যান। কিন্তু বিদায় হজে নবীজির শেষ ভাষণ ও শেষ বৃহস্পতিবারে
দেওয়া তাঁর সর্বশেষ ৩টি নির্দেশে তিনি ঘুণাক্ষরেও কোনো ইসলামী রাষ্ট্রের কথা বলেননি, কোনো আইন-কানুন শরিয়ার কথা বলেননি। যা বলেছে
মর্মকথা হলো, 'তোরা ভালো মানুষ হ'। সারাটি জীবন তিনি তাঁর সর্বশক্তি নিয়োগ করেছেন এই একটা মিশনে, কোনো প্রেসিডেন্ট-প্রাইম মিনিস্টার হ
তিনি জানতেন, আইনের ডান্ডা দিয়ে মানুষকে জবরদস্তি নামাজ-রোজা করানো যায়; কিন্তু ভালো মানুষ বানানো যায় না। নবীজি সাহাবীদের বলেছেন–
সমাধানে তোমরা দু'জন ঐকমত্যে পৌঁছলে আমি তাতে মতানৈক্য করব না'– বিধিবদ্ধ ইসলামী আইন, তৃতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৮১৫। 'রাসূলুল্লাহ (সাঃ) তাঁ
সহিত যত অধিক পরামর্শ করিতেন অপর কাহাকেও তাহার তুলনায় অধিক পরামর্শ করিতে দেখি নাই'– দ্বিতীয় খণ্ডের ২৪১ পৃষ্ঠা। নবীজি প্রায়ই বল
পরামর্শ দাও। কারণ যেসব বিষয়ে আমার ওপর ওহি নাজিল হয়নি সেসব বিষয়ে আমি তোমাদের মতোই' (দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা ২৪১)। এসব তথ্য এ
করে যে, দেশ চালানোর পদ্ধতি ইসলামী ধর্মবিশ্বাসের অঙ্গ নয়, কারণ নবীরা কখনোই মানুষের সঙ্গে আলোচনা করে ধর্ম ঠিক করেন না।

ইসলামের ইমামরা

ইমাম হওয়া সোজা কথা নয়। রাষ্ট্রক্ষমতার সঙ্গে তার অনিবার্য বিরোধ। কারণ 'পয়গম্বর বলিয়াছেন, পয়গম্বর করিয়াছেন' বলে হিংস্রতাকে 'ইসলামী'
নেওয়ার ষড়যন্ত্র মানুষের সামনে তুলে ধরেন না, বরং এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন তিনি। তাই বুঝি রাষ্ট্রক্ষমতার খড়্গ বারবার হিংস্র হায়েনার মতো
ওপরে, বারবার রক্তাক্ত হয়ে ছিন্নভিন্ন হয়ে যায় তাঁর পুণ্য দেহ। মদিনা শহরে ওই দেখুন জনতার সামনে ইমাম মালিকের হাত-পা বেঁধে বেত মারছে খ
ওই দেখুন শরীর থেকে মুচড়ে তাঁর হাত ছিঁড়ে ফেলল ওরা, দেখুন ফিনকি দিয়ে ইমামের রক্ত ছুটছে, শুনুন ইমামের কাতর আর্তনাদ। ওই দেখুন বাগদা
বিষ দিয়ে খুন করা হলো মুসলমানের গৌরব রবি ইমাম আবু হানিফাকে। ওই দেখুন খলিফা মামুনুর রশীদ আর খলিফা মু'তাসিমের হাতে প্রায় দে
দ্বারের অন্ধ কারায় বন্দি ইমাম আহমেদ হাম্বলের ওপর অসহ্য অত্যাচার করা হচ্ছে। ওই দেখুন ইমাম নাসায়ীকে কে যেন খুন করে গেল। ওই দে

জেলখানায় বন্দি, খুন হয়ে গেলেন পরে। ওই দেখুন ইমাম ইবনে তাইমিয়া জেলখানায় বন্দি, জেলখানাতেই বিষ দিয়ে খুন করা হলো তাঁকে।
'ইসলামী রাষ্ট্রের' সেই সব অত্যাচারী খলিফা-সম্রাটের দল উড়ে গেছে কালের হাওয়ায়, আজ তাদের নামও জানে না মানুষ। কিন্তু এই ১৪০০ বছর পর মুখে সম্মানিত হয়ে ফেরেন ইমাম আবু হানিফা, ইমাম মালিক, ইমাম হাম্বল, ইমাম শাফি। বিশ্ব মুসলিমের ওপর অনাগতকাল চলবে এ মুকুটহীন সম্রা রাজত্ব।
'শির নেহারি তাঁদের, নতশির ওই শিখর হিমাদ্রীর।'
আর যুগশ্রেষ্ঠ ইমাম বুখারি? ইমাম বুখারির মতো মরণজয়ী-চিরঞ্জয়ী দরবেশকে শরিয়া-ইসলাম শাস্তি দিয়েছিল আজীবন নির্বাসন দণ্ড। কারো সঙ্গে কথ হয়নি, ওভাবেই মারা গেছেন ইসলামের অমর এই ইমাম সমরখন্দের নিভৃত গ্রামে। কেন? কারণটা দেওয়া হবে অন্য নিবন্ধে। ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা ধর্মবিশ্বাসের অঙ্গ হতো তাহলে ইমামরা তার বিরোধিতা না করে তাতে যোগ দিতেন।
ইসলাম প্রচারকরা
এবার সেই শান্তি কপোতগুলোর দিকে তাকানো যাক, যারা এ মাটিতেই যুদ্ধ করেছিলেন, জিতেছিলেন এবং শতকরা ১০০ জন অমুসলমানের মধ্যে শান্তির বাণী দিয়েই জনগণকে মুসলমান বানিয়ে ছেড়েছিলেন। তাঁদের অনেকেই ছিলেন দুর্মুখ যোদ্ধা। অত্যাচারী জমিদারদের বিরুদ্ধে জনগণের নালিশে তলোয়ার হাতে লড়াই করে বিজয়ী হয়েছিলেন তাঁদের অনেকেই।
রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা যদি ইসলামের ধর্মবিশ্বাসের অঙ্গ হতো তাহলে ইসলাম প্রচারকরা তা করতেন। রাষ্ট্রক্ষমতায় বসলে ধর্ম প্রচারে তাঁদের সবদিক দিয়ে সুবি তাঁরা কখনোই তা করেননি, সারাজীবন জনগণের মধ্যে বসেই ইসলাম প্রতিষ্ঠা করে গেছেন। তাঁরা ঠিকই বুঝেছিলেন, ধর্মীয় আধ্যাত্মিকতার সঙ্গে রাষ্ট্রে বিরোধ আছে। তাই রাষ্ট্রের গদিতে না বসে তাঁরা বসেছিলেন জনমানসের গদিতে, সেখানে ছিল তাঁদের অপ্রতিহত রাজত্ব।
রাষ্ট্রের গদিতে বসাই যদি ইসলাম প্রতিষ্ঠার একমাত্র উপায় হয় তাহলে আমাদের বাংলায় বা দুনিয়ার সবচেয়ে বড় মুসলিম দেশ ইন্দোনেশিয়াতে কে রা করে ইসলাম প্রতিষ্ঠা করেছে? কোন সে খ্রিস্টান রাজ্যের মহাসম্রাট হয়ে সুউচ্চ তখতে বসেছিলেন যিশু খ্রিস্ট? কোন সে ইহুদি রাজ্যের মহাসম্রাট হ বসেছিলেন হজরত মূসা? কোন সে বৌদ্ধ সাম্রাজ্যের মহাসম্রাট হিসেবে সিংহাসনে বসেছিলেন গৌতম বুদ্ধ? কোন সে শিখ সাম্রাজ্যের স্বর্ণ সিংহাসনে নানক? কেন দুনিয়াজুড়ে প্রতিষ্ঠা হয়নি ইহুদি-খ্রিস্টান ও বৌদ্ধ ধর্ম? প্রতিষ্ঠিত হয়নি শিখ ধর্ম? না, কোনো ধর্ম প্রচারকই তা করেননি, ইতিহাসের পরাক্র মশালী ভারতেশ্বর বাদশাহ আকবরের 'দ্বীন-এ-এলাহী' উড়ে গেছে কালের হাওয়ায়। বরং গ্রামের পথে পথে খালি পায়ে ঘোরা মহাবীর আর শ এবং বৈষ্ণব ধর্ম ঠিকই টিকে আছে, টিকে আছে পাবনার অনুকূল ঠাকুরের এত ছোট সৎসঙ্গ ধর্মও। আমাদের সুফি ইসলাম প্রচারকদের প্রাণের সং অরাজনৈতিক ইসলাম, যাতে হিলা নেই, ফতোয়া নেই এ-ই হলো কোরআন ও নবীজির দেওয়া প্রকৃত ইসলাম। এ একই কথা বলেছেন অতীত-বর্ত ইসলামী বিশেষজ্ঞও।
কিন্তু তাহলে কে এই ইসলামবিরোধী তত্ত্বকে ইসলাম হিসেবে প্রতিষ্ঠা করল? কেন করল? এর সমর্থকরা কেন আলোচনায় আসেন না? কেন আইন সর্বশক্তিমান 'কুন' বললেই সব হয়ে যায় (আনাম ৭৩) তাঁর ইচ্ছে যদি 'ইসলামী রাষ্ট্র' হতো তবে তা করতে রাজনীতির ষড়যন্ত্র করতে হতো না। বলেছেন– 'তব ইচ্ছা উপায় খুঁজিছে, খুঁড়িছে সুড়ঙ্গপথ চোরের মতোন! একি পাপ!!'–(কাব্যনাটক বিসর্জন)
আমি আমাদের ইসলামী দলগুলোকে একতরফা কথা না বলে শরিয়া বিষয়ে জনসম্মুখে উন্মুক্ত আলোচনার আহ্বান জানাচ্ছি।

Print

Editor: Abed Khan
Published By: A.K. Azad, 136, Tejgaon Industrial Area, Dhaka - 1208,
Phone: 8802-9889821,8802-988705, 9861457, 9861408, 8853926 Fax: 8802-8855981, 8853574,
E-mail: info@shamokalbd.com
If you feel any problem please contact us at: webinfo@shamokalbd.com
Powered By: NavanaSoft